সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায়: পরিচিতি, উৎস ও গুরুত্ব /২২-৮২
১. ১. ঈমান, আকীদা ও অন্যান্য পরিভাষা /২২
১. ১. ১. ঈমান ও ইসলাম /২৩
১. ১. ২. আল-ফিকহুল আকবার /২৭
১. ১. ৩. ইলমুত তাওহীদ /২৭
১. ১. ৪. আস-সুন্নাহ /২৮
১. ১. ৫. আশ-শারী'আহ /২৯
১. ১. ৬. উসূলুদ্দীন বা উসূলুদ্দিয়ানাহ /২৯
১. ১. ৭. আকীদা /২৯
১. ১. ৮. ইলমুল কালাম /২৯
১. ২. ইসলামী আকীদার উৎস /৩২
১. ২. ১. বিশ্বাস বনাম জ্ঞান /৩৪
১. ২. ২. ঈমানী জ্ঞানের একমাত্র উৎস ওহী /৩৪
১. ২. ৩. তথ্যের বিশুদ্ধতা নির্ণয় ও জ্ঞানের প্রকারভেদ /৪২
১. ২. ৪. ওহীর প্রকারভেদ: কুরআন ও হাদীস /৪৬
১. ২. ৪. ১. কুরআন মাজীদ /৪৬
১. ২. ৪. ২. হাদীস বা সুন্নাতে রাসূল (ﷺ) /৪৮
১. ২. ৪. ২. ১. পরিচয় ও সংজ্ঞা /৪৮
১. ২. ৪. ২. ২. সহীহ হাদীস বনাম যয়ীফ হাদীস /৫০
১. ২. ৪. ২. ৩. মুতাওয়াতির বনাম আহাদ হাদীস /৫৩
১. ২. ৪. ২. ৪. সহীহ হাদীসের উৎস /৫৭
১. ২. ৫. সাহাবী, তাবিয়ী ও তাবি-তাবিয়ীগণের মতামত /৬১
১. ২. ৬. উৎসের বিভ্রান্তি বনাম বিশ্বাসের বিচ্যুতি /৬৫
১. ২. ৬. ১. ওহী অস্বীকার করা /৬৬
১. ২. ৬. ২. ওহীকে অকার্যকর করা /৬৬
১. ২. ৬. ৩. লোকাচার, সামাজিক প্রচলন বা ব্যক্তিগত পছন্দ /৬৭
১. ২. ৬. ৪. ওহীর তাফসীর ও ওহী ভিত্তিক যুক্তি /৬৭
১. ২. ৬. ৫. ধর্মগুরুগণ বা আলিমগণের মতামত /৭১
১. ২. ৬. ৬. মানবীয় জ্ঞান-বুদ্ধি ও যুক্তি-কিয়াস /৭৩
১. ৩. ইসলামী আকীদার গুরুত্ব /৭৭
১. ৩. ১. বিশুদ্ধ ঈমানের গুরুত্ব /৭৭
১. ৩. ২. ঈমান বিনষ্টকারী বিষয়াদি সম্পর্কে জ্ঞানলাভের গুরুত্ব /৭৯
১. ৩. ৩. বিভ্রান্তিকর আকীদা সম্পর্কে জ্ঞানার্জনের গুরুত্ব /৮০

১. ৪. আকীদা বিষয়ক গ্রন্থাবলি /৮১
দ্বিতীয় অধ্যায়: তাওহীদের ঈমান /৮৩-১১৯
২. ১. আরকানুল ঈমান /৮৩
২. ২. আল্লাহর প্রতি ঈমান /৮৫
২. ৩. তাওহীদের অর্থ ও সংজ্ঞা /৮৬
২. ৪. তাওহীদের প্রকারভেদ /৮৮
২. ৪. ১. জ্ঞান পর্যায়ের তাওহীদ /৯১
২. ৪. ১. ১. সৃষ্টি ও প্রতিপালনের একত্ব /৯১
২. ৪. ১. ২. অধিকাংশ কাফির এ পর্যায়ের তাওহীদ বিশ্বাস করত /৯২
২. ৪. ১. ৩. নাম ও গুনাবলির একত্ব /৯৫
২. ৪. ১. ৪. এ পর্যায়ের তাওহীদে কাফিরদের কিছু আপত্তি ছিল /৯৬
২. ৪. ১. ৫. নাম ও গুণাবলির তাওহীদের বিভিন্ন ফিরকার বিভ্রান্তি /৯৭
২. ৪. ২. কর্ম পর্যায়ের একত্ব বা ইবাদতের একত্ব /৯৭
২. ৪. ২. ১. ইবাদতের পরিচয় ও সংজ্ঞা /৯৮
২. ৪. ২. ২. ইবাদতের প্রকারভেদ /৯৯
২. ৪. ২. ৩. তাওহীদুল ইবাদাতের অর্থ /১০০
২. ৪. ৩. উভয় পর্যায়ের তাওহীদ অবিচ্ছেদ্য /১০৩
২. ৪. ৪. তাওহীদুর রুবূবিয়্যাহর দাবি তাওহীদুল ইবাদাত /১০৩
২. ৪. ৫. তাওহীদুল ইবাদাতেই কাফিরদের আপত্তি /১০৭
২. ৪. ৬. কাফিরদের আপত্তির কারণ /১১২
২. ৪. ৭. ইবাদতের তাওহীদই সকল নবী-রাসূলের দাও'আত /১১৭
২. ৪. ৮. তাওহীদই কুরআনের মূল আলোচনা /১১৮
তৃতীয় অধ্যায় : রিসালাতের ঈমান /১২০-২৫০
৩. ১. রিসালাতের সাক্ষ্য /১২০
৩. ১. ১. শাহাদাতের তিনটি শব্দ /১২০
৩. ১. ২. মুহাম্মাদ (ﷺ) /১২০
৩. ১. ২. ১. দেশ ও বংশ /১২১
৩. ১. ২. ২. জন্ম /১২১
৩. ১. ২. ৩. শৈশব ও কৈশর /১২৩
৩. ১. ২. ৪. বিবাহ ও নুবুওয়াত-পূর্ব জীবন /১২৪
৩. ১. ২. ৫. নুবুওয়াত ও মাক্কী জীবন /১২৫
৩. ১. ২. ৬. মদীনায় হিজরত ও মাদানী জীবন /১২৯
৩. ১. ২. ৭. সর্বশেষ ওসীয়ত ও ওফাত /১৩০

৩. ১. ২. ৮. আয়াত ও মুজিযা /১৩৫
৩. ১. ২. ৯. আকৃতি ও প্রকৃতি /১৪০
৩. ১. ৩. আব্দুহু /১৪২
৩. ১. ৪. রাসূলুহু /১৪৪
৩. ২. রিসালাতের বিশ্বাসের অর্থ /১৪৫
৩. ২. ১. তাঁর নুবুওয়াত ও রিসালাত /১৪৫
৩. ২. ২. তাঁর নুবওয়াতের সর্বজনীনতা /১৪৬
৩. ২. ৩. খাতমুন নুবুওয়াত বা নুবুওয়াতের সমাপ্তি /১৪৮
৩. ২. ৪. তাঁর দায়িত্ব পালনের পরিপূর্ণতা /১৫৪
৩. ২. ৫. তাঁর শিক্ষার নির্ভুলতা /১৫৭
৩. ২. ৬. তাঁর আনুগত্য /১৫৯
৩. ২. ৭. তাঁর অনুকরণ /১৬১
৩. ২. ৮. অনুকরণের ব্যতিক্রম ঈমান বিধ্বংসী /১৬৩
৩. ২. ৯. তাঁর ভালবাসা /১৭২
৩. ২. ১০. তাঁর আহলু বাইত ও সাহাবীগণ /১৭৩
৩. ২. ১০. ১. আহলু বাইত /১৭৩
৩. ২. ১০. ২. সাহাবীগণ /১৭৫
৩. ২. ১১. তাঁর মর্যাদা ও সম্মান /১৭৯
৩. ২. ১২. তাঁর মর্যাদার বিষয়ে ওহীর অনুসরণ /১৮৫
৩. ২. ১২. ১. তাঁর মানবত্ব বনাম অলৌকিকত্ব বিষয়ক বিতর্ক /১৯১
৩. ২. ১২. ২. তাঁর ইলম বিষয়ক বিতর্ক /২০৪
৩. ২. ১২. ৩. হাযির-নাযির প্রসঙ্গ /২১৫
৩. ২. ১২. ৪. তাঁর ওফাত বিষয়ক বিতর্ক /২২৯
৩. ২. ১২. ৫. তাঁর দায়িত্ব ও ক্ষমতা বিষয়ক বিতর্ক /২৩৫
চতুর্থ অধ্যায়: আরকানুল ঈমান /২৫১-৩৬৫
৪. ১. আল্লাহর প্রতি ঈমান /২৫১
৪. ২. মালাইকার প্রতি ঈমান /২৫১
৪. ২. ১. মালাক: অর্থ ও পরিচয় /২৫১
৪. ২. ২. মালাকগণের প্রতি ঈমানের প্রয়োজনীয়তা /২৫২
৪. ২. ৩. মালাকগণের প্রতি ঈমানের মূলনীতি /২৫২
৪. ২. ৪. মালাকগণের প্রতি ঈমানের সাধারণ অর্থ /২৫৩
৪. ২. ৫. মালাকগণের অস্তিত্বে বিশ্বাস /২৫৩
৪. ২. ৬. মালাকগণের নামে বিশ্বাস /২৫৪
৪. ২. ৭. মালাকগণের আকৃতি-প্রকৃতিতে বিশ্বাস /২৫৬

৪. ২. ৭. ১. মালাকগণ মানুষের পূর্বে সৃষ্ট /২৫৭
৪. ২. ৭. ২. মালাকগণ আল্লাহর সম্মানিত ও অনুগত বান্দা /২৫৭
৪. ২. ৭. ৩. মালাকগণ নূরের তৈরি /২৫৭
৪. ২. ৭. ৪. মালাকগণের আকৃতি /২৫৮
৪. ২. ৭. ৫. আকৃতি পরিবর্তন ও ধারণ /২৬০
৪. ২. ৮. মালাকগণের কর্ম ও দায়িত্ব সম্পর্কে বিশ্বাস /২৬১
৪. ২. ৮. ১. আল্লাহর সার্বক্ষণিক ইবাদত ও তাসবীহ /২৬১
৪. ২. ৮. ২. কর্মনির্বাহ ও কর্মবণ্টন /২৬২
৪. ২. ৮. ৩. ওহী পৌঁছানো /২৬৩
৪. ২. ৮. ৪. মানুষের রক্ষণাবেক্ষণ /২৬৩
৪. ২. ৮. ৫. মানুষকে কল্যাণ-কর্মে উৎসাহ প্রদান /২৬৩
৪. ২. ৮. ৬. মুমিনদের জন্য দু'আ করা /২৬৪
৪. ২. ৮. ৭. মানুষের কর্ম লিপিবদ্ধ করা /২৬৪
৪. ২. ৮. ৮. মৃত্যুর সময় আত্মাগ্রহণ /২৬৫
৪. ২. ৮. ৯. আরশ বহন করা /২৬৫
৪. ২. ৮. ১০. অন্যান্য কর্ম /২৬৬
৪. ২. ৯. মালাকগণ বিষয়ক বিভ্রান্তি /২৬৭
৪. ২. ৯. ১. দায়িত্ব বনাম ক্ষমতা /২৬৭
৪. ২. ৯. ২. সম্পর্ক ও সুপারিশ /২৬৮
৪. ২. ১০. মালাকগণে বিশ্বাসের কল্যাণ /২৭০
৪. ৩. আল্লাহর গ্রন্থসমূহে বিশ্বাস /২৭১
৪. ৩. ১. আল্লাহ যুগে যুগে নবী-রাসূলগণকে কিতাব দিয়েছেন /২৭২
৪. ৩. ২. জানা ও অজানা কিতাব /২৭৩
৪. ৩. ৩. প্রসিদ্ধ তিন কিতাব /২৭৩
৪. ৩. ৪. মহাগ্রন্থ আল-কুরআন /২৮১
৪. ৩. ৪. ১. অলৌকিকত্ব /২৮১
৪. ৩. ৪. ২. সংরক্ষণ /২৮৫
৪. ৩. ৪. ৩. সার্বজনীনতা /২৮৭
৪. ৩. ৪. ৪. পূর্ববর্তী গ্রন্থসমূহের রহিতকরণ /২৯০
৪. ৩. ৪. ৫. মুক্তির একমাত্র দিশারী /২৯০
৪. ৩. ৫. আল্লাহর প্রেরিত গ্রন্থসমূহে বিশ্বাসের কল্যাণ /২৯৪
৪. ৪. রাসূলগণের প্রতি ঈমান /২৯৫
৪. ৪. ১. আল্লাহর অপার করুণা /২৯৬
৪. ৪. ২. নবী ও রাসূল /২৯৬

প্রথম অধ্যায়
পরিচিতি, উৎস ও গুরুত্ব

১. ১. ঈমান, আকীদা ও অন্যান্য পরিভাষা

বিশ্বাস বা ধর্মবিশ্বাস বুঝাতে মুসলিম সমাজে সাধারণত দুটি শব্দ ব্যবহৃত হয়: 'ঈমান' ও 'আকীদা'। কুরআন কারীম ও হাদীস শরীফে সর্বদা 'ঈমান' শব্দটিই ব্যবহার করা হয়েছে। 'আকীদা' বা অন্য কোনো শব্দ কুরআন, সুন্নাহ বা সাহাবীগণের যুগে ব্যবহৃত হয় নি। কিন্তু আমরা দেখতে পাই যে, দ্বিতীয় হিজরী শতক থেকে 'ধর্ম-বিশ্বাস' বুঝাতে আরো কিছু পরিভাষা এ বিষয়ে পরিচিতি লাভ করে।

পরবর্তী বিভিন্ন অধ্যায়ে আমরা দেখব যে, ইসলামের ধর্ম-বিশ্বাস ও এ বিষয়ক মূলনীতিসমূহ অত্যন্ত সহজ, সরল, যৌক্তিক ও মানবীয় প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। আমরা জানি যে, ধর্ম-বিশ্বাসের মূল ভিত্তি 'গাইব' বা অদৃশ্য বিষয়াদির উপর। স্রষ্টার অস্তিত্ব, তাঁর গুণাবলি, ফিরিশতা, সৃষ্টিজগতের সাথে স্রষ্টার সম্পর্ক, সৃষ্টিজগতের নিয়ন্ত্রণে ও বিচারে স্রষ্টার কর্ম, পরকালীন জীবন, ইত্যাদি সবই মূলত অদৃশ্য বিষয়। পঞ্চ-ইন্দ্রিয় বা মানবীয় জ্ঞান, বুদ্ধি বা বিবেক দিয়ে এগুলির বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায় না। মানবীয় জ্ঞান, বুদ্ধি বা বিবেক এগুলির বাস্তবতা ও সাম্ভ্যবতা অনুভব ও স্বীকার করে। কিন্তু এগুলির বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দিতে পারে না। মানুষ বিবেক, বুদ্ধি ও যুক্তি দিয়ে স্রষ্টার অস্তিত্ব অনুভব করে, কিন্তু তাঁর সত্তার প্রকৃতি, পরিধি, গুণাবলির বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে পারে না। এ বিষয়ে যুক্তি বা বুদ্ধি দিয়ে অনেক বিতর্ক করা সম্ভব, তবে কোনো সুনির্ধারিত ঐকমত্যে পৌছানো যায় না। এজন্যই মূলত বিশ্বাসের বিষয়ে ওহীর উপরে নির্ভর করতে হয়।

ইসলামের বিশ্বাস বিষয়ক নির্দেশাবলির ক্ষেত্রে সাহাবীগণের নীতি ছিল যে, কুরআন কারীমে বা রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর মুখে এ বিষয়ে যা কিছু তাঁরা শুনেছেন বা জেনেছেন, সেগুলিকে বিনা বাক্যে ও নির্দ্বিধায় বিশ্বাস করেছেন। এগুলির বিষয়ে অকারণ যুক্তিতর্কের আরোপ করেন নি।

ইসলামের প্রসারের সাথে সাথে পারস্য, ইরাক, সিরিয়া, মিসর ও অন্যান্য বিজিত দেশের অনেক মানুষ ইসলামের ছায়াতলে আগমন করেন। এ সকল মানুষ নিজেদের পূর্ববর্তী ধর্মের প্রভাবে এবং তাদের সমাজের

প্রচলিত বিভিন্ন দার্শনিক মতবাদের প্রভাবে ধর্মীয় বিশ্বাসের বিষয়ে বিভিন্ন বিতর্কের সূত্রপাত করেন। এদের বিতর্কের বিষয়ে ইসলামী ধর্মবিশ্বাসের বিভিন্ন দিক ব্যাখ্যা করতে সচেষ্ট হন তাবিয়ীগণ ও পরবর্তী যুগের ইমামগণ। তাঁরা ধর্মবিশ্বাসের খুঁটিনাটি বিষয় আলোচনার জন্য 'ঈমান' ছাড়াও অন্যান্য কিছু পরিভাষা ব্যবহার করেন। এসকল পরিভাষার মধ্যে রয়েছে 'আল-ফিকহুল আকবার', 'ইলমুত তাওহীদ', 'আস-সুন্নাহ', 'আশ-শরীয়াহ', 'আল-আকীদাহ' ইত্যাদি।

এগুলির মধ্যে 'আকীদাহ' পরিভাষাটি সবচেয়ে পরে প্রচলিত হলেও সবচেয়ে বেশি প্রসিদ্ধি লাভ করে। পরবর্তী আলোচনায় আমরা দেখব যে, ৪র্থ হিজরী শতাব্দীর পূর্বে এ পরিভাষাটির তেমন কোনো প্রচলন দেখতে পাওয়া যায় না। এমনকি ৪র্থ হিজরী শতাব্দী পর্যন্ত সংকলিত আরবী অভিধান গ্রন্থগুলিতেও 'আকীদা' (عَقِيدة) শব্দটি পাওয়া যায় না। পরবর্তী কালে আকীদা শব্দের ব্যবহার ব্যাপকতা লাভ করে। নিম্নে আমরা ইসলামী বিশ্বাস বা ধর্ম-বিশ্বাস অর্থে ব্যবহৃত বিভিন্ন পরিভাষা আলোচনা করব:

১. ১. ১. ঈমান ও ইসলাম

আরবী 'আমন' শব্দ থেকে ঈমান শব্দটির উৎপত্তি। আম্‌ন (أمن) অর্থ শান্তি, নিরাপত্তা, আস্থা, বিশ্বস্ততা, হৃদয়ের স্থিতি ইত্যাদি। ঈমান শব্দের আভিধানিক অর্থ: নিরাপত্তা প্রদান, আস্থা স্থাপন, বিশ্বাস ইত্যাদি। শব্দটির অর্থ সম্পর্কে ৪র্থ হিজরী শতকের প্রসিদ্ধ ভাষাবিদ আবুল হুসাইন আহমদ ইবনু ফারিস (৩৯৫হি) বলেন: "হামযা, মীম ও নূন: এই ধাতুটির মূল অর্থ দুটি: প্রথম অর্থ: বিশস্ততা, যা খিয়ানতের বিপরীত এবং দ্বিতীয় অর্থ বিশ্বাস করা বা কোনো ব্যক্তি বা বিষয়ের সত্যতা স্বীকার করা। আমরা দেখছি যে, অর্থ দুটি খুবই নিকটবর্তী ও পরস্পর সম্পর্কযুক্ত।"[১]

তিনি উভয় অর্থে ঈমান শব্দের অর্থ আলোচনা করে উল্লেখ করেন যে, প্রথম অর্থে ঈমান অর্থ নিরাপত্তা প্রদান করা বা আমানতদার বলে মনে করা। আর দ্বিতীয় অর্থে ঈমান অর্থ বিশ্বাস করা, বিশ্বস্ততায় আস্থা স্থাপন করা।[২]

বিশ্বাস বা ধর্মবিশ্বাস বিশ্বাস অর্থে কুরআন ও হাদীসে সর্বদা 'ঈমান' শব্দটিই ব্যবহার করা হয়েছে। ক্রিয়ার ক্ষেত্রে 'বিশ্বাস করল' অর্থে 'আ-মানা, আমানূ ইত্যাদি ক্রিয়াপদ, 'বিশ্বাস কর' অর্থে তু'মিনু, নু'মিনু ইত্যাদি

---

১. ইবনু ফারিস, আহমদ (৩৯৫হি), মু'জামু মাকায়িসিল লুগাহ ১/১৩৩।
২. প্রাগুক্ত ১/১৩২-১৩৩।

ক্রিয়াপদ, আদেশ অর্থে 'আ-মিন, আ-মিনূ ইত্যাদি ক্রিয়াপদ ব্যবহার করা হয়েছে। বিশ্বাসী অর্থে মুমিন, মুমিনূন ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। আর বিশ্বাস অর্থে 'ঈমান' শব্দটিই ব্যবহার করা হয়েছে। কুরআন কারীমে বলা হয়েছে:

وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَالإِيمَانَ

"আর যারা ঈমান ও ইলম (বিশ্বাস ও জ্ঞান) প্রদত্ত হয়েছে তারা বলল...।"[৩]

অন্যত্র ইরশাদ করা হয়েছে:

وَمَنْ يَكْفُرْ بِالإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الآَخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

"আর কেউ ঈমান প্রত্যাখ্যান করলে তার কর্ম বিনষ্ট বা নিষ্ফল হবে এবং সে পরকালে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে।"[৪]

অন্যত্র বলা হয়েছে:

رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلإِيمَانِ أَنْ آَمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآَمَنَّا

"হে আমাদের প্রতিপালক, আমরা একজন আহ্বানকারীকে ঈমানের দিকে আহ্বান করতে শুনেছি: 'তোমাদের প্রতিপালকের প্রতি ঈমান আনয়ন কর'; সুতরাং আমরা ঈমান আনয়ন করেছি।"[৫]

অন্যত্র ঘোষণা করা হয়েছে:

وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آَيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا

"যখন তাঁর আয়াত তাদের নিকট পাঠ করা হয় তখন তা তাদের ঈমান বৃদ্ধি করে।"[৬]

আব্দু কাইস গোত্রের প্রতিনিধিদের বিষয়ে ইবনু আব্বাস (রা) বলেন,

أَمَرَهُمْ بِالإِيمَانِ بِاللَّهِ وَحْدَهُ قَالَ أَتَدْرُونَ مَا الإِيمَانُ بِاللَّهِ وَحْدَهُ قَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ شَهَادَةُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ....

"রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাদেরকে 'একমাত্র আল্লাহর প্রতি ঈমানের' নির্দেশ প্রদান করেন এবং বলেন, তোমরা কি জান যে, একমাত্র আল্লাহর প্রতি ঈমান কী? তাঁরা বলেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই অধিকতর অবগত আছেন। তিনি

৩. সূরা (৩০) রূম : ৫৬ আয়াত।
৪. সূরা (৫) মায়িদা: ৫ আয়াত।
৫. সূরা (৩) আল-ইমরান: ১৯৩ আয়াত।
৬. সূরা (৮) আনফাল: ২ আয়াত।

বলেন (একমাত্র আল্লাহর প্রতি ঈমান এই যে,) তুমি সাক্ষ্য প্রদান করবে যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবূদ (ইবাদত যোগ্য বা উপাস্য) কেউ নেই এবং মুহাম্মাদ (ﷺ) তাঁর রাসূল... ।"[৭]

হাদীস শরীফে সর্বদা 'বিশ্বাস' বা ধর্মবিশ্বাসকে ঈমান নামেই অভিহিত করা হয়েছে। এক হাদীসে আবূ হুরাইরা (রা) বলেন:

كَانَ النَّبِيُّ ﷺ بَارِزًا يَوْمًا لِلنَّاسِ فَأَتَاهُ رجلٍ (جِبْرِيلُ) فَقَالَ: يا رسول الله، مَا الإِيمَانُ؟ قَالَ: الإِيمَانُ أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَبِلِقَائِهِ وَرُسُلِهِ وَتُؤْمِنَ بِالْبَعْثِ الآخر، وتؤمن بالقدر كله. قَالَ: مَا الإِسْلامُ؟ قَالَ: الإِسْلامُ أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ وَلا تُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَتُقِيمَ الصَّلاةَ وَتُؤَدِّيَ الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ وَتَصُومَ رَمَضَانَ

"একদিন নবী (ﷺ) লোকজনের মধ্যে ছিলেন। এমতাবস্থায় একব্যক্তি (জিবরাঈল আ.) তাঁর নিকট আগমন করে বলেন, ঈমান কী? তিনি উত্তরে বলেন: (ঈমান এই যে,) তুমি বিশ্বাস করবে আল্লাহয়, তাঁর ফিরিশতাগণে, তাঁর পুস্তকসমূহে, তাঁর সাক্ষাতে, তাঁর রাসূলগণে এবং তুমি বিশ্বাস করবে শেষ পুনরুত্থানে এবং তুমি বিশ্বাস করবে তাকদীর বা নির্ধারণের সবকিছুতে। তিনি প্রশ্ন করেন: ইসলাম কী? তিনি বলেন: ইসলাম এই যে, তুমি আল্লাহর ইবাদত করবে, কোনো কিছুকে তাঁর সাথে শরীক বানাবে না, সালাত কায়েম করবে, ফরয যাকাত প্রদান করবে এবং রামাদানের সিয়াম পালন করবে।"[৮]

এখানে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ঈমান ও ইসলামের উভয়ের পরিচিত প্রদান করেছেন। ইসলাম শব্দটি আরবী 'সালাম' (سلم) শব্দ থেকে গৃহীত। এর অর্থ শান্তি, নিরাপত্তা, সমর্পন ইত্যাদি। ইসলাম অর্থ আত্মসমর্পন করা, অনুগত হওয়া ইত্যাদি। আভিধানিক ভাবে ঈমান বিশ্বাসের দিক এবং ইসলাম কর্মের দিক। তবে ব্যবহারিক ভাবে ঈমান ও ইসলাম অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। এ বিষয়ে আমরা ইমাম আবূ হানীফা (রাহ) বলেন:

والإيمان هو الإقرار والتصديق، وإيمان أهل السماء والأرض لا يزيد ولا ينقص من جهة المؤمن به، ويزيد وينقص من جهة اليقين والتصديق. والمؤمنون مستوون في الإيمان والتوحيد متفاضلون بالأعمال. والإسلام هو التسليم والانقياد لأوامر الله تعالي. فمن طريق اللغة فرق بين الإيمان والإسلام. ولكن لا يكون إيمان بلا إسلام، ولا يوجد إسلام بلا إيمان، وهما كالظهر مع البطن، والدين اسم واقع علي الإيمان والإسلام والشرائع كلها

৭. বুখারী, আস-সহীহ ১/২৯, ৪৫, ৪/১৫৮৮, ৬/২৬৫২, ২৭৪৭; মুসলিম, আস-সহীহ ১/৪৭।
৮. বুখারী, আস-সহীহ ১/২৭, ৪/১৭৩৩; মুসলিম, আস-সহীহ ১/৩৯, ৪০, ৪৭।